দ্বিতীয় সংখ্যা
জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০২৫, পৌষ ১৪৩১ - অগ্রহায়ণ ১৪৩২

এমআরএ পরিক্রমা

Microcredit Regulatory Authority

এমআরএ ভবন উদ্বোধন



- গণশুনানি
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক
- তারুণ্যের উৎসব, ২০২৫
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমআরএ এর সাফল্য
- দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়ার উপায় অনুসন্ধান

এমআরএ পরিক্রমা
(বার্ষিক সংস্করণ)

সম্পাদনা কমিটি :

সুতপা চৌধুরী, পরিচালক
রনজিত কুমার সরকার, যুগ্ম পরিচালক
সুচিতা নাসরিন জান্নাত, উপ পরিচালক
মো. হাসান, সহকারী পরিচালক
সিরাজাম মনিরা, সহকারী পরিচালক

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২৬

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন ঢাকা

এমআরএ ভবন উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক গত ১৭ মে, ২০২৫ তারিখে এমআরএ'র আগারগাঁওস্থ নতুন ভবনটির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহসান এইচ মনসুর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এমআরএ ভবন উদ্বোধন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করেছে। দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য এই কর্মক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। নতুন এই ভবন ক্ষুদ্রঋণ খাতের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এই প্রত্যাশা সকলের।



প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক এমআরএএ ভবনের শুভ উদ্বোধন

সরেজমিন পরিদর্শন

প্রতি বছর এই অথরিটি হতে একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে এই অথরিটির পরিদর্শন ম্যানুয়াল ও চেকলিস্ট অনুসারে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনের আওতায় সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অভিযোগপ্রাপ্ত ও বেআইনী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৩১১টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়ম/অসঙ্গতিসমূহ ধারাবাহিক পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।





মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে এমআরএ কর্মকর্তাবৃন্দ

জুলাই অভ্যুত্থান ও এমআরএ'র উদ্যোগ

বিগত জুলাই-অগাস্ট, ২০২৪ আন্দোলনে নিহত/আহত প্রান্তিক পরিবারের অনেক সদস্য (ঋণগ্রহীতা) তাদের ঋণ মওকুফের জন্য গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অর্থ উপদেষ্টা মহোদয় বরাবরে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে একান্ন জন (ঋণ গ্রহীতা) বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তারা বা তাদের পরিবারের সদস্য এ আন্দোলনে আহত বা অঙ্গহানী হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন।

বিষয়টি অনেক স্পর্শকাতর, মানবিক ও হৃদয় বিদারক বিবেচনায় এমআরএ-এর নির্দেশে ২৮টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহক কল্যাণ তহবিল হতে সার্ভিস চার্জসহ ঋণ মওকুফ করে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। এরই অংশ হিসেবে সরকার কর্তৃক গ্রহীত 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' একটি কার্যকর পদ্ধতি। অভিযোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এমআরএ হতে পরিদর্শন পরবর্তীতে অংশীজনের সাথে সভা করা হয়ে থাকে। ২০২৫ সালে মোট ১৫১টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। এর শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গণশুনানি

প্রতি বছর বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে অথরিটির উদ্যোগে গণশুনানির আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২৫ সালে মোট ৫টি গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে।

গণশুনানিতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য মতামত:

- গ্রাহক কল্যাণ তহবিলে প্রদেয় প্রিমিয়ামের হার কমানোর পাশাপাশি গ্রাহকের জীবিতাবস্থায় রোগ-শোকে উক্ত তহবিল হতে সুবিধা প্রাপ্তি
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে এর গ্রাহকের সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান
- শিক্ষা বৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি
- মৌসুমী ঋণ বিতরণের পরিসর বৃদ্ধি
- চাহিদা মোতাবেক ঋণ মঞ্জুর
- ঋণের গ্রেস পিরিয়ড বৃদ্ধি করা
- প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি
- সুপেয় পানির ব্যবস্থা
- পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা
- মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান



গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

সনদ


ক্ষুদ্রঋণে গ্রাহকদের অধিকার ও প্রত্যাশা বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন একজন ঋণগ্রহীতা

সনদ প্রদান: বর্তমানে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৭৭টি। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তথ্য (সনদপ্রাপ্ত, সনদ বাতিল, সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত) অথরিটির ওয়েবসাইট (www.mra.gov.bd) এ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। ৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদের নতুন আবেদন গ্রহণ স্থগিত রয়েছে। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ শেষে মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সনদ বাতিল: জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে ৪৮টি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে।

সাময়িক অনুমোদনঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে ২টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনঃ জানুয়ারি- ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে অথরিটি কর্তৃক ৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষক নিয়োগঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের টেকসহিতা ও গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার্থে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে ৮টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে এমআরএ'র কর্মকর্তা সর্বজনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পরিচালক; পঙ্কজ কুমার পাল, যুগ্ম-পরিচালক; মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক; মোঃ আবদুল হক, যুগ্ম-পরিচালক; লাকী পারভীন, যুগ্ম-পরিচালক; রনজিত কুমার সরকার, যুগ্ম-পরিচালক এবং নাজনীন সুলতানা যুগ্ম-পরিচালককে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তনঃ ২০২৫ সালে এমআরএ কর্তৃক ১টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। স্যোসাল প্রজেকশন কমিটি (সনদ নং: ৮৯৮) নামটি পরিবর্তন করে বর্তমানে নামকরণ করা হয়েছে সোস্যাল প্রজেকশন কমিটি।

রেগুলেটরী অনুমোদন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অথরিটির পূর্বানুমোদন নিয়ে গ্রাহকদের আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, রেমিটেন্স সেবা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া অথরিটির পূর্বানুমোদন নিয়ে স্থায়ী সম্পদ অর্জন, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে থাকে।

জানুয়ারি, ২০২৫- ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এমআরএ এর অনুমোদন:

ক্রমিক নং	কাজের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	স্থায়ী সম্পদ অর্জনের অনুমোদন	২৬টি	৫৯,১৮,১৯,০৪২/-
২	মেয়াদী আমানত গ্রহণের অনুমোদন	৬টি	-
৩	সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৪৮	৪৯৫.৩১ কোটি টাকা



অথরিটির অনুমোদনক্রমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ অর্জন

সামাজিক কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত খাত

- শিক্ষা খাত
- স্বাস্থ্য খাত
- প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন
- ত্রাণ সহায়তা
- উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি
- প্রান্তিক আদিবাসী নারী
- কৈশোর কর্মসূচি
- শিশু সুরক্ষা
- জীবিকায়ন
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
- শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
- দুর্যোগকালীন জরুরী সহায়তা ইত্যাদি

সার্কুলার: আইনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের দক্ষ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অথরিটি এ পর্যন্ত ৮৪টি সার্কুলার জারি করেছে (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)। তন্মধ্যে, ২০২৫ পঞ্জিকাবর্ষে এমআরএ হতে ৬টি সার্কুলার জারি করা হয়।

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা, ২০২২
- ঋণক্ষয় সঞ্চিতি সংরক্ষণ অথরিটির
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন
- ঋণক্ষয় সঞ্চিতি সংরক্ষণ
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়
- ঋণক্ষয় সঞ্চিতি সংরক্ষণ

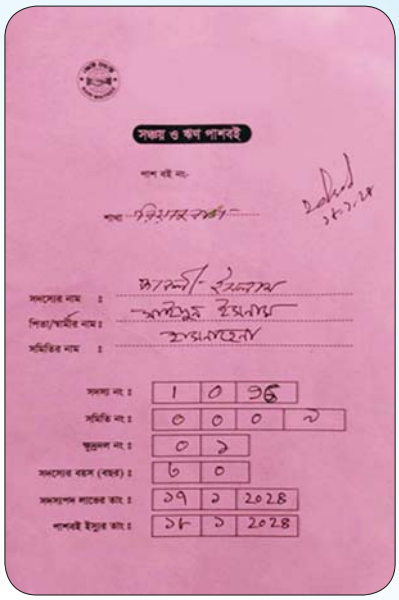



স্থায়ী সম্পদ অর্জন বিষয়ে অথরিটির ৮৩ নম্বর সার্কুলার

এমআরএ-এমএফআই সমন্বয় সভা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদানকল্পে অথরিটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সমন্বয় সভার আয়োজন করে থাকে। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ১২ মে ২০২৫ তারিখে ১৫তম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি নীতিমালা বিষয়ক গাইডলাইন,এমএফ-সিআইবি (MF-CIB), নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে দাখিলকরণ, ন্যাশনাল ডাটাবেইজে তথ্য প্রদান, সমন্বয় সভায় উপস্থিতি, ক্ষুদ্রঋণ শিক্ষা কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিষয়ক জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য উপস্থাপন, সঞ্চয়স্থিতির নির্ধারিত সীমা উন্মুক্তকরণ, কর্মীদের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ, কর্মী ও গ্রাহকদের পাওনার দাবীতে NI Act এ মামলা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা-২০২২ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় পলিসি এন্ড লিগ্যাল শাখা থেকে ৩টি বিষয়ের উপর নাগরিকের চাহিদাভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়। বিষয় তিনটি হলো:

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার দ্বারা লোন বিতরণের সময় গ্রাহকের নিকট থেকে ব্ল্যাঙ্ক

চেক গ্রহণ করা যাবে কিনা, এবং চেক গ্রহণের নিয়ম থাকলে-কি পরিমাণ টাকার ঋণের ক্ষেত্রে এ ধরনের চেক গ্রহণ করা হয়-

- একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সংস্থার শাখা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার কোর্টে চেকের মামলা হবে, না সব শাখার চেকের মামলা সংস্থার হেড অফিস যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার কোর্টে হবে?
- ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত দিনে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে সংস্থার ঋণ আদায়কারীদের দ্বারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রাহকের বাড়িতে অবস্থান করে জোরপূর্বক কিস্তি আদায় করা হয়-এ ধরনের আচরণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নিয়ম অনুযায়ী বৈধ কিনা?

এমআরএ এর সংস্কার কার্যক্রম

১. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ২০০৬ এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন

২. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি স্থাপন

৩. সেবা ডিজিটালাইজেশন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (প্রস্তাবিত):

গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত মার্চিং অর্ডারের আলোকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনার আওতায় 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি' স্থাপনের জন্য এর পুর্নাঙ্গ ধারনপত্রসহ প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির মগবাজারস্থ অফিস ভবনে সংস্কার প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।



রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৩০, ২০২৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৩২-আইন/২০২৫।—মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৫১-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২৮ এর দফা (ঙ)-তে উল্লিখিত "৪০%" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "৬০%" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(২) বিধি ২৯ এর দফা (ঙ)-তে উল্লিখিত "৫০%" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "৭০%" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

(১২৮৭৫)

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ (সংশোধিত): সর্বশেষ ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিধি সংশোধিত হয়।



প্রশিক্ষণ কক্ষে আগত এমএফআই প্রতিনিধিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক



Bangladesh Microfinance Sector Development' প্রকল্পের চুক্তি নথিতে স্বাক্ষর করছেন এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং আইএফসি'র দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ম্যানেজার (FIG Upstream and Advisory) মি. মেহেদি চারকই।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

(১) এমআরএ ও IFC- এর উদ্যোগে গৃহীত "Bangladesh Microfinance Sector Development" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: এপ্রিল, ২০২৫ - সেপ্টেম্বর, ২০২৬

স্থান: এমআরএ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এমআরএ ও আইএফসি

লক্ষ্য-

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (MFIs) ঋণ কার্যক্রম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর
- নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী গৃহঋণ সুবিধা প্রদানকে সম্প্রসারণযোগ্য ও টেকসই করতে সহায়ক নীতিপরিবেশ তৈরি
- ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও হাউজিং মাইক্রোফাইন্যান্স সংক্রান্ত নীতিমালা, রোডম্যাপ এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন
- এমআরএ-এর অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি





অথরিটির কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে হাউজিং মাইক্রোফাইন্যান্স বিষয়ে কর্মশালা





অথরিটির কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে হাউজিং মাইক্রোফাইনান্স বিষয়ে কর্মশালা

(২) এমআরএ ও Alliance for Financial Inclusion (AFI)- এর যৌথ উদ্যোগে গৃহীত "Landscape Assessment on Gender Inclusive Microfinance Product in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদঃ নভেম্বর, ২০২৫ - নভেম্বর, ২০২৬

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)

সহযোগী সংস্থাঃ Alliance for Financial Inclusion (AFI)



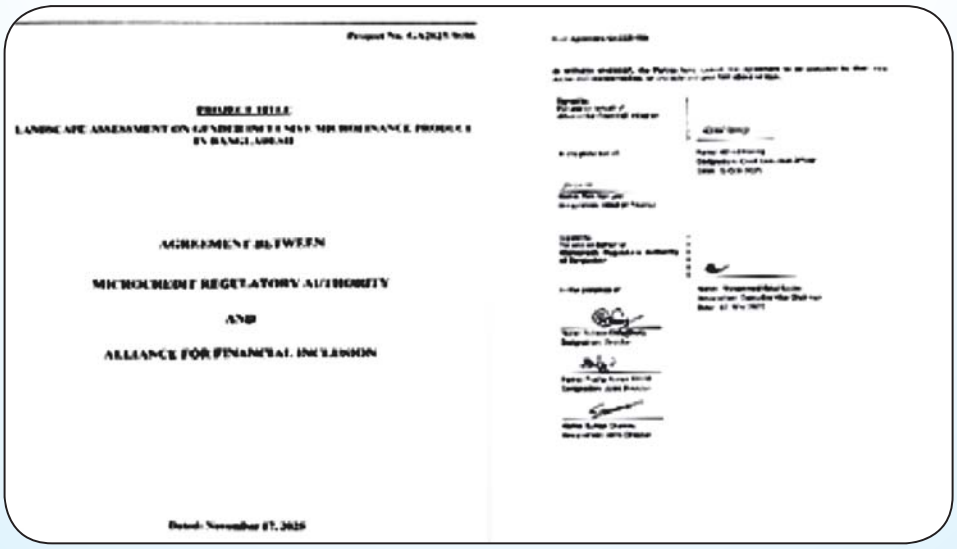

দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ



নেপালে অনুষ্ঠিত NRB-AFI Regional Training Program-এ অথরিটির কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ

যুগ্ম পরিচালক সুমন চাকমার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: AFI Engage ফেলোশিপে অংশগ্রহণ

AFI Engage Program একটি মর্যাদাপূর্ণ একবছর মেয়াদী নেতৃত্ব উন্নয়ন ও পরামর্শমূলক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারকদের নেতৃত্ব ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র ১৫ জন উদীয়মান নীতিনির্ধারক এই কোহর্টে নির্বাচিত হন। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA)-এর যুগ্মপরিচালক জনাব সুমন চাকমা-এর অংশগ্রহণ দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক নীতি অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার স্বীকৃতি।







এপ্রিল ২০২৫, সেশেলস এ AFI এবং Central Bank of Seychelles (CBSC) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সভায় অথরিটির ইভিসি

Griffith University- হতে Certificate Course অর্জন





অস্ট্রেলিয়া সরকারের Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)-এর অর্থায়নে Griffith University-তে অনুষ্ঠিত "Australia Awards Regional Short Course on Accessing Climate Finance"-এ এমআরএ'র যুগ্মপরিচালক জনাব সুমন চাকমা অংশগ্রহণ করেন। ১৬-২৭ জুন ২০২৫ তারিখে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক শর্ট কোর্সটি জলবায়ু অর্থায়নের জটিলতা, নীতি কাঠামো এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।



নামিবিয়ায় Alliance for Financial Inclusion (AFI) কর্তৃক আয়োজিত' "2025 AFI Global Policy Forum (GPF)'-এ অথরিটির কর্মকর্তাগণ



Bangladesh Microfinance Sector Development Conponent- এর আওতায় ডিজিটাল কার্যক্রম বিষয়ে স্টাডি ট্যুরে এমআরএ কর্মকর্তাবৃন্দ ও আইএফসি বাংলাদেশ প্রতিনিধির চীন সফরের স্থিরচিত্র



পাপুয়া নিউগিনিতে AFI আয়োজিত 'Inclusive Green Finance' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অথরিটির উপপরিচালক মো. ফখরুজ্জামান-এর অংশগ্রহণ

AFI (Alliance for Financial Inclusion) সিইও Dr. Alfred Hannig এর এমআরএ তে আগমন

৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে এমআরএ এর মাল্টিপারপাস হলে এএফআই (Alliance for Financial Inclusion) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মি. আলফ্রেড হ্যানিগকে স্বাগত জানিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি এমআরএ'র আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. আলফ্রেড হ্যানিগ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এএফআই-এর এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিস নাংসি ডেমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে এএফআই-এর বিভিন্ন থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপে এমআরএ'র সক্রিয় অংশগ্রহণ তুলে ধরা হয়। এতে তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে অবদান (FID Working Group), গ্রাহক সুরক্ষা ও লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি (CEMC I GIF Working Groups), ডিজিটাল ও সবুজ অর্থায়ন (DFSWG I IGFWG), আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কৌশল ও উদ্ভাবন (FISPLG)-এ এমআরএ'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে নিয়ন্ত্রক সহযোগিতা আরও জোরদার করা, ডিজিটাল উদ্ভাবনের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং কাউকে পেছনে না রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এমআরএ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে একটি আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অবস্থান পুনঃনিশ্চিত করে এবং স্থিতিশীল, গ্রাহক-কেন্দ্রিক ও ভবিষ্যৎমুখী আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে এএফআই-এর সঙ্গে চলমান অংশীদারিত্বের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।



AFI-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এমআরএ কর্মকর্তাবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়

প্রশিক্ষণ সেমিনার কর্মশালা

অথরিটির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০২৫ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন:

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত ইআরপি সফটওয়্যার বিষয়ক ট্রেনিং
- মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা
- স্মার্ট এমআরএ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা
- পরিদর্শন TOR বিষয়ক কর্মশালা
- ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের MF-CIB সিস্টেম বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা (এমআরএ কর্মকর্তা ও সেক্টরের প্রতিনিধি)
- 'Fixed Assets or Financial Inclusion: Examining Institutional Priorities of Bangladesh Microfinance Institutions' শীর্ষক Study Report বিষয়ে কর্মশালা
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত ইআরপি সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা

ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি নির্দেশিকা-২০২৫

গত ১৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের ৭৭তম সভায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি নির্দেশিকা ২০২৫ অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, নির্দেশিকাতে মোট ৮টি অধ্যায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের প্রাথমিক ধারণা, আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট, আমানত ও ঋণ প্রক্রিয়া, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ব্যাংক হিসাব পরিচালনা, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজ ভাষায় উদাহরণ ও চিত্রসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা মুদ্রণ ও অংশীজনদের বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

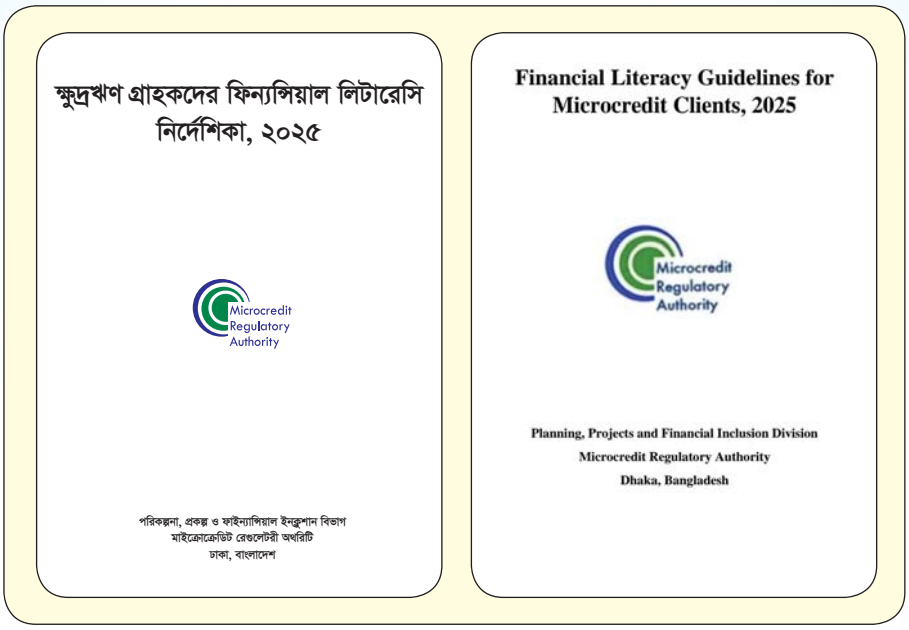

ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি নির্দেশিকা ২০২৫ এর প্রচ্ছদ

গৃহায়ন তহবিল

গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ গ্রহণ করতে হলে এমএফআইগুলোর এমআরএ এর সনদ থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা বিষয়ে অথরিটির নিকট তথ্য চাওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল) হতে ঋণ প্রাপ্তির জন্য এমআরএ হতে ২০২৫ সালে ৬৮টি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে।

এমএফআইকে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনাপত্তিপত্র প্রদান

ব্যাংক-এনজিও লিংকেজ প্রোগ্রাম, হোলসেল ফাইন্যান্সিং, কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন করার জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমএফআই এর ঋণগ্রহণের আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই অথরিটিতে আবেদন করে থাকে। অথরিটি হতে ২০২৫ সালে ৩৪টি ব্যাংক ও এনবিএফআই এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৪০টি এমএফআইকে মোট ৫৪৪টি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভা ও আঞ্চলিক সেমিনার

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ঋণ প্রবাহ ও অন্যান্য ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর) কর্মরত মোট ৭৬টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং টাঙ্গাইল, জামালপুর, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ জেলায় কার্যরত ৭১ টি ও ঋণস্থিতি পরিমাণ বিবেচনায় প্রথম ২০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ১০ টি ব্যাংকের প্রতিনিধির (তালিকা সংযুক্ত) অংশগ্রহণে এমএফআই-ব্যাংক লিংকেজ আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।



চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন



টাংগাইলে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সেমিনার

এমআরএ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৯ এর ১৪(২) অনুসারে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় থেকে প্রতিবছর অথরিটির হিসাব নিরীক্ষা করা হয় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকার ও অথরিটির নিকট পেশ করা হয়। এর মাধ্যমে সংস্থার আর্থিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি এমআরএ হতে সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (জিপিএমএস) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।



আইসিটি কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের তথ্য যাচাই:

NID Verification System (NVS) এর দ্বারা ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ (৩,৬৫,০০,০০০) ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের তথ্য যাচাই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে যা CIB বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । এছাড়া, E-Payment System-এর মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদ ডিজিটাল লেনদেন নিশ্চিত করায় আর্থিক স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



MF CIB" বিষয়ক General Traning এ বক্তব্য রাখছেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

স্মার্ট এমআরএ বিনির্মাণে আইসিটি উদ্ভাবন: আইটি সাপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

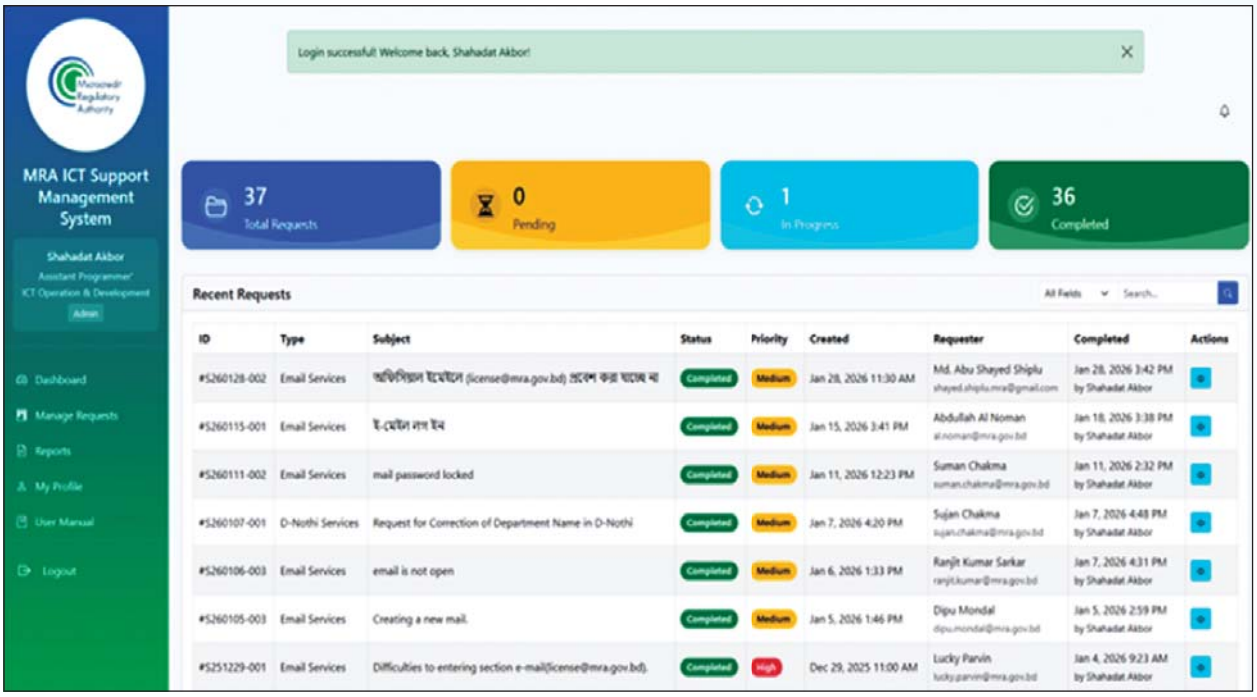

এমআরএ-কে একটি আধুনিক ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে এর আইটি জনবল দ্বারা সম্প্রতি "MRA IT Support Management System" নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ আইটি সেবা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা হচ্ছে।

এফআইডি'র ইনোভেশন পুরস্কার: ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪) বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে এআরএ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। গত ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ-এর কাছ থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার গ্রহণ করেন এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

তারুণ্যের উৎসব, ২০২৫: সবুজায়ন, গ্রাহক সেবা পক্ষ ও তরুণ উদ্যোক্তা সমাবেশ

"জুলাই পুনর্জাগরণ" ও তারুণ্যের উৎসব- ২০২৫ উপলক্ষ্যে এমআরএ কর্তৃক তরুণদের ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও গ্রাহকসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে একাধিক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের অংশ হিসেবে ৬ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে "তারুণ্যের উৎসব- ২০২৫" উপলক্ষ্যে "গ্রাহক সেবা পক্ষ" এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে নীলফামারীর সৈয়দপুরে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "তরুণ উদ্যোক্তা সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রংপুর বিভাগের প্রায় ৪০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতীয় পর্যায়ের শীর্ষ ২০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং প্রায় ১২০ জন তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।



এমআরএ ভবনে বৃক্ষরোপণ



এমআরএ ভবনে তারুণ্যের উৎসব

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গাজীপুর জেলার সোহাগ পল্লী রিসোর্টে এমআরএ এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে অথরিটির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও কর্মস্পৃহা সুদৃঢ় হয়।


HAPPY




মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র
বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৫
ভেন্যুঃ সোহাগ পল্লী, কালিয়াকৈর. গাজীপুর।
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শনিবার

গবেষণা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুশাসনের প্রেক্ষিতে অথরিটি হতে "Debt Spiral in Bangladesh's Microfinance: An Assessment of its Size and Implication for Indebted Household and Suggestions for Remedial Measures."- শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। Economic Research Group- নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা কাজটি সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও, 'Microcredit for Poverty Alleviation and Women Empowerment: Impact & Determinants' শীর্ষক আরেকটি গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD), কুমিল্লা এর একটি গবেষক দল গবেষণা কাজটি করছেন।

ক্ষুদ্রঋণের মৌলিক তথ্য

একনজরে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ (NDB) এ সংরক্ষিত সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের তথ্য:

ক্র. নং	বিবরণ	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫	জুন ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫
১	গ্রাহক (জন)	৪,৫৯,২১,০০০	৪,২৮,৬১,১৬৬	৪,৩৯,৭৯,২২১	৪,৫৭,৩৯,৮০৪	৪,৫৯,২১,০০০
২	ঋণগ্রহীতা (জন)	৩,৫০,১২,০৭৫	৩,৩০,৬৩,৮৬৫	৩,৩৬,৮২,০৬৯	৩,৪৫,৮১,০২৭	৩,৫০,১২,০৭৫
৩	সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	৮৪,৭৫৫	৭৩,১৯৮	৭৯,৯৩২	৮৩,০৪৯	৮৪,৭৫৬
৪	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১,৮৯,৭৪৭	১,৭১,২১৪	১,৭৪,৮৮০	১,৮১,৮৯৪	১,৮৯,৭৪৮

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমআরএ এর সাফল্য

The Fletcher School Leadership Program for Financial Inclusion (FLPFI) ফেলোশিপে জিনাত আমান বন্যা, যুগ্ম পরিচালক ও মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী পরিচালক



যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে অবস্থিত টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এমআরএ'র কর্মকর্তাদ্বয় দুই সপ্তাহব্যাপী (০২-১৩ জুন, ২০২৫) আবাসিক রেসিডেন্সিতে অংশগ্রহণ করেন।

এই আবাসিক পর্বে অংশগ্রহণকারীরা ৮ Question Method (৮QM) ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন পদ্ধতি, নেতৃত্ব দক্ষতা, নেগোশিয়েশন কৌশল এবং নীতির প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । কর্মসূচির সমাপনী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় এএফআই গ্লোবাল পলিসি ফোরামে, নামিবিয়ার সোয়াকোপমুন্ডে, যেখানে তারা সনদ লাভ করেন ।



উল্লেখযোগ্য যে, জিনাত আমান বন্যা ও মোঃ রবিউল ইসলাম যৌথভাবে "Safeguarding Women's Financial Inclusion Through Risk-Based Supervision and Responsible MFI Licensing" শীর্ষক একটি নীতিপত্র প্রণয়ন করেন।



অর্জন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির যুগ্ম-পরিচালক ড. লাকী পারভীন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে "Effectiveness of Microfinance Institutions for Agricultural lending in Selected Areas of Bangladesh' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভসহ অন্যান্য বিষয়াদি যাচায়ান্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জনাব লাকী পারভীনের নামের পূর্বে 'ড.' লেখার অনুমোদন প্রদান করেছে।

এমআরএ এর নতুন মুখ

২০২৫ পঞ্জিকাবর্ষে অথরিটির রাজস্ব খাতে ৯ম গ্রেডে (প্রথম শ্রেণির পদে) ৫ জন সহকারী পরিচালক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।



সুমি আক্তার
পিতার নাম: আবুল হাশেম
মাতার নাম: মালেকা বেগম
জেলা: টাংগাইল
স্নাতক এর বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



সুমাইয়া শশী
পিতার নাম: মো: সমসের আলী বিশ্বাস
মাতার নাম: নার্গিস আক্তার
জেলা: রাজবাড়ী
স্নাতক এর বিষয়: নৃবিজ্ঞান
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



মো: রাদইয়াতুল ইসলাম
পিতার নাম: মোঃ আরিফুর রহমান
মাতার নাম: রৌশন আরা বেগম
জেলা: ঢাকা
স্নাতক এর বিষয়: ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)



আবু রায়হান
পিতার নাম: মো: মমতাজ উদ্দিন
মাতার নাম: আমেনা বেগম
জেলা: ঢাকা
স্নাতক এর বিষয়: ফার্মেসি
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়



মো: সাইথাম আল সাগীর রাকিন
পিতার নাম: মোঃ শাহ আলম মন্ডল
মাতার নাম: মোছাঃ সেলিনা আখতার
জেলা: গাইবান্ধা
স্নাতক এর বিষয়: অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা শোকাহত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
সাবেক প্রধানমন্ত্রী



বেগম খালেদা জিয়া

এর মৃত্যুতে
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী
অথরিটি এবং ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর

গভীরভাবে শোকাহত

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার
মাগফেরাত কামনা করছি

Microcredit
Regulatory
Authority

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কিডনি, হৃদরোগ এবং নতুন করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক মাস তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকার। এছাড়া ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা উপলক্ষ্যে সরকার একদিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তাঁর মৃত্যু এবং দেশ ও জাতির এই অপূরণীয় ক্ষতিতে এমআরএ গভীরভাবে শোকাহত।



বন্ধুত্বের বন্ধন

রবিউল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক

বন্ধু মানে একসাথে চলা,দীর্ঘ একটা কাল,
বন্ধু মানে দাঁড় ছেঁড়া পালে, ভাঙ্গা নৌকার হাল।
বন্ধু মানে জীর্ণ জামায়, নকশিকাঁথার সুতো,
বন্ধু মানে ভাগ বসানো, দু:খ আছে যত।

বন্ধু মানে তিমির রাতে,ভরসা ভরা আলো,
বন্ধু মানে হাজার ভুলেও,সব যেন তার ভালো।
আস্থা যেথা হামাগুড়ি খায়, বন্ধু সেথা আশ,
বন্ধু বিহীন থমকে দাঁড়ায়, চিত্তের প্রশ্বাস।

বন্ধু তোরা আছিস, ছিলি, থাকবি তোরা বেঁচে,
হারিয়ে গেলেও খুঁজে নিস মোরে,সাত সমুদ্র সেচে।

দুঃখ

শেখ মোঃ জাহিদ আলম গনি
অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

দুঃখ আমার চিরসাথী
কান্না আমার গান,
ব্যথা আমার মুখের হাসি
কষ্ট আমার প্রাণ।
মন যদি নৌকা হয়,
মাঝি হবে কে?
সবাই যদি পর হয়,
আপন হবে কে?
চোখের জলে যদি
দুঃখ যেত মুছে
তবে সবাই চোখের জলকে
আপন করতো বুকে।



ভ্রমণ কাহিনী

সিশেলস: স্বপ্নের দ্বীপপুঞ্জে স্বর্গলোক

পঙ্কজ কুমার পাল, যুগ্মপরিচালক

ভ্রমণ মানেই নতুন কিছু দেখা, শেখা ও অনুভব করা। আর যদি সেই গন্তব্য হয় সিশেলস, তবে ভ্রমণ কেবল অভিজ্ঞতা নয়- এ যেন এক রূপকথার স্বাদ। পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট এক বিন্দুর মতো দেশ 'সিশেলস' (Seychelles)। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যে এটি যেন বিশাল এক বিস্ময়। পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরের নীল জলে ভেসে থাকা এই দ্বীপরাষ্ট্র, যার নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে ফিরোজা জলরাশি, সাদা বালুর সৈকত আর ছায়াঘেরা নারকেল গাছের সারি। শান্ত, ছিমছাম, নির্জন অথচ অপূর্বভাবে প্রাণবন্ত- সিশেলস একান্তই এক স্বর্গ, যেখানে প্রকৃতি নিজ হাতে সাজিয়েছে প্রতিটি প্রান্তর।

ইতিহাস ও পরিচিতি: সিশেলসের আধুনিক ইতিহাস শুরু হয় ১৭৫৬ সালে, যখন ফরাসিরা প্রথম এই দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করে। পরে এটি ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং ১৯৭৬ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে এটি একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। সিশেলসের রাজধানী মাহে দ্বীপে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া, যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার ছোঁয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একসঙ্গে মিলেছে। ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার স্মরণে সিশেলসের রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ১৯০৩ সালের ১ এপ্রিল 'ভিক্টোরিয়া ক্লক টাওয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সিশেলসের ঔপনিবেশিক ইতিহাস, স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক।

সিশেলস মূলত ১১৫টি দ্বীপের একটি গুচ্ছ যা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত গ্র্যানাইট দ্বীপ ও কোরাল দ্বীপ। গ্র্যানাইট দ্বীপগুলো পাহাড়ি ও সবুজে ঘেরা, যেখানে মানুষ বসবাস করে। অন্যদিকে কোরাল দ্বীপগুলো অপেক্ষাকৃত নিচু এবং প্রধানত পাখি ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। দ্বীপগুলোর মধ্যে মাহে (Mahe), প্রালিন (Praslin) ও লা ডিগ (La Digue) পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয়। ৪৫৭ বর্গকিলোমিটারের এ দেশে প্রায় ১.২১ লাখ লোকের বাস।

অর্থনীতি: আয়তন ও জনসংখ্যায় ছোট হলেও সিশেলসের অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী এবং বৈচিত্র্যময়। জুন ২০২৪ অনুযায়ী দেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ৪.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু আয় ৪১,৮২৮.০০ মার্কিন ডলার। সিশেলসের জনগণ তাদের নিজস্ব মুদ্রা সিশেলস রূপিতে (SCR) লেনদেন করে থাকে। সিশেলসের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে পর্যটন শিল্পের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর বাইরে মৎস্য খাত তাদের অন্যতম আয়ের উৎস। সামুদ্রিক মাছ তারা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে থাকে। বিশেষ করে টুনা মাছ রপ্তানির জন্য তারা বিশ্ববাজারে পরিচিত।

ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব সিশেলস (DBS) সিশেলসে ব্যাংকিং পরিসেবার পাশাপাশি উন্নয়নশীল ব্যবসার জন্য গ্রাহকদের স্বল্প পরিসরে ক্ষুদ্রঋণ ও ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ (SME) ঋণ প্রদান করে থাকে।

প্রকৃতি ও সৈকত: সিশেলসের মূল আকর্ষণ হলো এর সাদা বালুর সৈকত ও স্বচ্ছ নীল জলরাশি। আনসে লাজিও (Praslin দ্বীপে) ও আনসে সোর্স ডি'আর্জেন্ট (La Digue দ্বীপে) বিশ্বের সেরা সৈকতের তালিকায় স্থান পেয়েছে বহুবার। সেখানে দাঁড়িয়ে সাগরের ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে সূর্যাস্ত দেখা- জীবনের এক মধুময় স্মৃতি হয়ে থাকে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সৈকতের প্রাকৃতিক রঙের খেলা মুগ্ধ করে দেয় যে কোনো পর্যটককে। সেই সঙ্গে রয়েছে ঘন সবুজ পাহাড়, ঝর্ণা, ট্রেকিং পথ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'কোকো ডে মের' ফলের জন্মভূমি- ভ্যালি দে মে। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা, যেখানে শতাব্দীপ্রাচীন গাছপালা, বিরল প্রজাতির পাখি ও কচ্ছপ একত্রে সহাবস্থান করছে।

সিশেলসের প্রাণী ও প্রকৃতিকে ভলোবাসে, তাদের যত্ন নেয়। তাদের জীবন জীবিকা অনেকাংশেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মনের অজান্তেই তারা গেয়ে ওঠে-

"My life depends on you

Don't let them die..."



সিশেলসের কেন্দ্রস্থল ভিক্টোরিয়া পার্ক



ব্যু ভ্যালন সৈকতের সূর্যাস্ত

জীববৈচিত্র্য: সিশেলসের অন্যতম গর্ব 'দৈতাকার কচ্ছপ' (Giant Tortoise)। এরা সাধারণত ১৫০ বছরেরও বেশি বেঁচে থাকে। দ্বীপে নানা প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যাদের অনেকেই শুধুমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। স্নোরকেলিং ও স্কুবা ডাইভিং-এর মাধ্যমে প্রবাল প্রাচীরের মাঝে রঙিন মাছ আর সামুদ্রিক জীবের বিস্ময়কর জগৎ অনুভব করা যায়। এখানকার জীববৈচিত্র্যও অসাধারণ। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল 'ভ্যালি দ্য মে' বনটি এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক জাদুঘর, যেখানে জন্ম নেয় 'কোকো ডে মের' (coco de mer) নামের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীজ।



সিশেলসের 'দৈতাকার কচ্ছপ'



কোকো ডে মের' বিশ্বের বৃহৎ বীজ

সংস্কৃতি ও মানুষ: সিশেলসের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ফরাসি, আফ্রিকান, ভারতীয় ও ব্রিটিশ প্রভাব মিশে গেছে। এখানকার মানুষরা ক্রিওল ভাষায় কথা বলে, তবে ইংরেজি ও ফরাসিও প্রচলিত। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আন্তরিক, অতিথিপরায়ণ ও হাসিখুশি। সিশেলসের বিভিন্ন উৎসব ও লোকজ নৃত্য-সঙ্গীতও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এখানে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় ক্রিওল উৎসব, যেখানে সঙ্গীত, নৃত্য, রঙিন পোশাক ও স্থানীয় খাবার থাকে কেন্দ্রবিন্দুতে। সিশেলসের লোকজন গান শুনতে ভীষণ পছন্দ করে। হাটে মাঠে ঘাটে সবখানে তারা গান বাজায়। কাজ করতে করতে গান শোনে, খেলতে খেলতে গান শোনে এমনকি রাস্তায় চলার সময় সাইকেলের সামনের ঝুড়িতে স্পিকার চালু করে রাখে। তারা নাচতেও পছন্দ করে। মটুয়া সিশেলসের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য যা ইউনেস্কোর অধরা ঐতিহ্যের (Intangible Heritage) তালিকায় যুক্ত হয়েছে। সিশেলসে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল, যা গত দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর বাইরে পাড়া মহল্লায় লোক বড় বড় গুটি দিয়ে পেতাংক (Pétanque) খেলে অবসর সময় কাটায় যা অনেকটা আমাদের ছোট বেলার মার্বেল খেলার মতো।

খাবার: খাবারপ্রেমীদের জন্যও সিশেলস একটি স্বর্গ। সিশেলসের খাবারে রয়েছে বৈচিত্র্য ও স্বাদে ভরপুর অভিজ্ঞতা। সাগরজুড়ে পাওয়া তাজা সামুদ্রিক মাছ, অক্টোপাস, স্কুইডসহ নানা সামুদ্রিক খাবার এখানে খুব জনপ্রিয়। ক্রিওল রান্না বিশেষ করে "গ্রিলড রেড স্ন্যাপার", "অক্টোপাস কারি", "শার্ক চাটনি" এবং স্থানীয় ফলমূল যেমন প্যাশন ফ্রুট, পাপায়া ও কোকোনাট- এসবই ভ্রমণকে করে তোলে আরও রঙিন।

ভ্রমণ মৌসুম: সিশেলস সারা বছর ভ্রমণের উপযোগী, তবে এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আবহাওয়া সবচেয়ে মৃদু ও আরামদায়ক থাকে।

যাতায়াত: সিশেলসের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাহে দ্বীপে অবস্থিত যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ফ্লাইট আসে। মাহে থেকে প্রালিন বা লা ডিগে যেতে ফেরী বা ছোট বিমান ব্যবহার করা হয়।

আবাসন: বিলাসবহুল রিসোর্ট থেকে শুরু করে ছোট গেস্টহাউস সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। অনেক রিসোর্টেই প্রাইভেট বিচ ও নানা সুবিধা পাওয়া যায়।

ভ্রমণ অভিজ্ঞতা: Alliance for Financial Inclusion (AFI) ও Central Bank of Seychelle (CBS) এর যৌথ তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ২৪তম SME Finance Working Group (SMEFWG) সভায় যোগদানের জন্য সিশেলসে আমার অফিসিয়াল ভিজিট ছিল গত ২২-২৫ এপ্রিল ২০২৫। ফ্লাইট সিডিউলের বাস্তবতায় আমি ১৯ তারিখ ২.১০ মিনিটে ঢাকা থেকে রওনা দেই। ভারতের মুম্বাই এয়ারপোর্টে ১৭ ঘন্টার ট্রানজিট থাকায় এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থান যেমন: লিংক রোড, বান্দ্রা, জুহু বিচ, মাউন্ট বান্দ্রা ইত্যাদি ঘুড়ে দেখি। বিমানবন্দর সংলগ্ন আন্ধেরির একটি হোটেলে রাত্রি যাপন করে ২০ তারিখ সকাল ১০.১০ মিনিটে মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে সিশেলসের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। মুম্বাই থেকে সোজা আরব সাগর পাড়ি দিয়ে বিমানটি সিশেলসের বিমানবন্দরে নামতেই অনুভব করছিলাম এক অদ্ভুত শান্তি। স্বাগত জানাচ্ছিল নীল আকাশ, সাদা মেঘ এবং নিস্তব্ধ সমুদ্র। এতটা নিখুঁত সৌন্দর্য আগে কখনো দেখা হয়নি। বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন, মোবাইল সিম ক্রয়, মানি এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রওনা হই হোটেলের উদ্দেশ্যে। কর্তৃপক্ষ আমার জন্য যে হোটেলটি বুক করে রেখেছিল সেটি কৃত্রিম দ্বীপ ইডেন আইল্যান্ডে। আমি একদিন আগে পৌছানোয় হোটেলে লাগেজ রেখে বু ভ্যালন সি বিচের পাশে আগেই অনলাইনে বুক করা অপর একটি হোটেলে চলে যাই। সেখানে কিছুটা সময় রেস্ট নিয়ে বিকেলে সূর্যাস্ত দেখতে সৈকতে চলে যাই। সায়াহ্নে সূর্যাস্তে সিশেলসের আকাশ একেকদিন একেক অসাধারণ রঙের সমারোহ ধারণ করে। আকাশ করে কখনো গোলাপি, কখনো কমলা, কখনো লালচে, কখনো সোনালি বা বেগুনি বর্ণ ধারণ পর্যটকদের বিমোহিত করে তোলে। কপাল ভালো হলে কেউ কেউ সবুজ রঙেরও আকাশ দেখা পায়।

পর্যটকগণ সিশেলসে মূল দ্বীপ মাহে ছাড়াও আরও দু'টি দ্বীপ প্রলিন ও লা দিগে ঘুরতে যাই। হাতে সময় কম থাকায় আমি আকারে ছোট লা দিগ দ্বীপকে বেছ নেই। পরদিন সকাল সকাল লা ডিগ দ্বীপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সী ফেরি ক্যাট কোকো তে চেপে লা দিগের গ্র্যান্ড আনসে সৈকতের সাদা বালিতে যখন প্রথম পা রাখলাম, তখন মনে হচ্ছিল, এ যেন একটি স্বপ্নের মধ্যে চলে এসেছি। স্বচ্ছ জলরাশি পা ছুঁয়ে দিচ্ছে, কিছু ছোট ছোট ঝিনুক, আর সাদা সাদা নূড়ি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সাগরের কোলে ঢলে পড়তে। পিছনের পাহাড় দৈতাকার প্রস্তরখন্ডে সজ্জিত, পাহাড় এবং সমুদ্রের সঙ্গমে চোখ আর মন দু'টোই ভরে যায়। লা দিগ থেকে ফিরে সন্ধ্যায় AFI এর সৌজন্যে সোশ্যাল ডিনার। এরপর চারদিনের ব্যস্ত সময়সূচিতে অফিসিয়াল সভা শেষে ঢাকায় ফেরা!



লা দিগ দ্বীপ: প্রস্তর, বালু, ঢেউ আর নীলের অসীমতা

সিশেলসের অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীবনের নতুন দিগন্ত খোলার এই মুহূর্ত, চিরকাল মনে থাকবে। সিশেলস আমার জীবনে এক মহাকাব্য যার প্রতিটি পৃষ্ঠা ভরে উঠেছিল অগণিত স্মৃতি এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে। সিশেলস কেবল ভ্রমণ স্থান নয়, এটি এক অভিজ্ঞতা, এক প্রশান্তি, এক আনন্দের উপলব্ধি। এখানে প্রকৃতি হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে, আর প্রতিটি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়- জীবন কতটা সুন্দর হতে পারে। যারা প্রকৃতি, সমুদ্র আর নিঃশব্দ শান্তিকে ভালোবাসেন, তাদের জন্য সিশেলস এক জীবন্ত স্বপ্ন। সবচেয়ে বড় কথা, সিশেলসের মানুষজন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও হাসিখুশি। পর্যটকদের প্রতি তাদের আন্তরিক ব্যবহার মনে করিয়ে দেয়- ভ্রমণ শুধু স্থান দেখার নয়, সংস্কৃতি ও হৃদয়ের সেতুবন্ধন গড়ারও এক উপলক্ষ।

সিশেলস শুধু একটি দেশ নয়, এটি প্রকৃতির এক নিখুঁত শিল্পকর্ম। প্রকৃতির সাথে এক হয়ে জীবনের সব ক্লান্তি দূর করে সিশেলস। যেখানে নীল আকাশ ও সাদা বালির সাথে মিলেমিশে মানুষের মনও উড়ে চলে অজানায়- দূর দিগন্তে।

পাপুয়া নিউ গিনি তে AFI আয়োজিত
'Inclusive Green Finance' শীর্ষক
আন্তর্জাতিক সম্মেলন



নেপালে NRB-AFI Regional
Training Program





অথরিটির কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের
কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে হাউজিং
মাইক্রোফাইনান্স বিষয়ে কর্মশালা



ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা
(ইউএসএ) তে 'ফ্লেচার লিডারশিপ প্রোগ্রাম
ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (FLPFI)
ফেলোশিপ-২০২৫' -এ অংশগ্রহণ

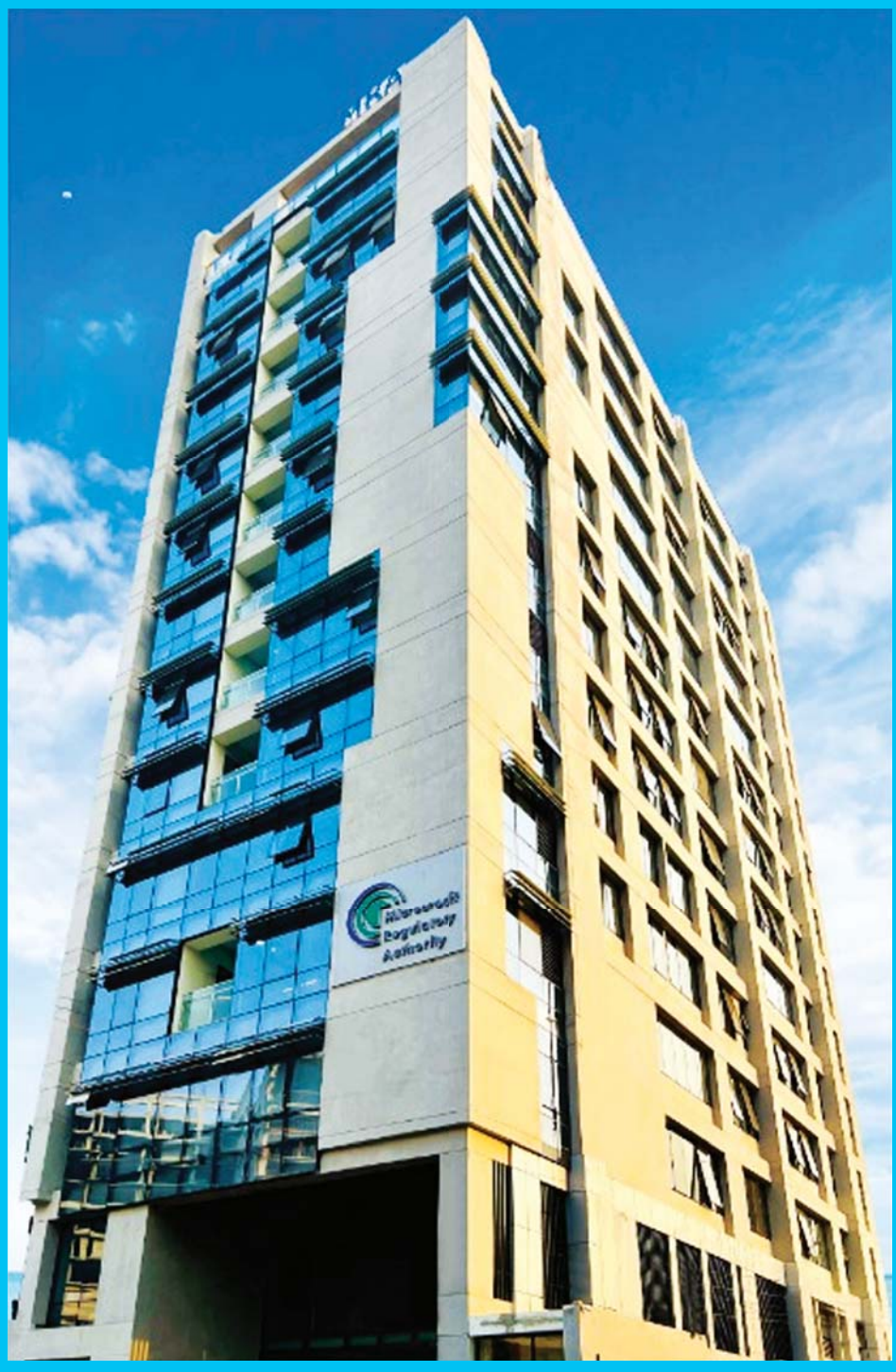

Microcredit Regulatory Authority

MRA Bhaban, Plot: F-14 (D/1), Agargaon
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: 8333245, Fax: 8333257
E-mail: info@mra.gov.bd

Hotline: 16133